বাকি সময়টাও মর্যাদা নিয়ে কাটাতে চাই

—ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

আজ যে সম্মানে আমাকে ভূষিত করা হলো, জানি না তার যোগ্য কিনা। তবে জীবনের সাড়ে সাত দশক যেভাবে পেরিয়ে এসেছি, বাকিটাও সেভাবে পার করতে চাই।

কীভাবে অর্থনীতিবিদ হইনি তা বলব। বলা হয়েছে, ভালো ছাত্র ছিলাম। আমি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছি। মাস্টার্সে বিভিন্ন কারণে প্রথম শ্রেণী না পেলেও প্রথম হয়েছি। পেছনের গল্পও অনেক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন। ১৯৬০ সালে ভর্তি হই। উত্তাল দিন। ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী, তবে নেতৃস্থানীয় নই। এসএম হলের সহসভাপতি নির্বাচিত হই ১৯৬৩ সালের ৫

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বাকি সময়টাও মর্যাদা নিয়ে কাটাতে চাই

১ম পৃষ্ঠার পর

ডিসেম্বর। এটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এজন্য আমরা তখন ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রলীগ মিলে এনএসএফ এবং ছাত্রশক্তিকে হারিয়ে দেই বিপুলভাবে। যদিও আমাদের মিজান ভাই ছাত্রশক্তিকে অনেক প্রগতিশীল বলছেন তার লেখায়। বিশেষ করে এনএসএফ আইয়ুব খানের অত্যন্ত কাছের প্রতিষ্ঠান (সংগঠন) ছিল। সেই সময় রাজপথের মিছিলে যাওয়া বা শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সেই কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে দেয়া, আইয়ুব-মোনায়েমরা খুব ভালো চোখে দেখেনি। তারপর হলাম সহসভাপতি। সেটাকে আরো ভালোভাবে দেখেনি তারা। এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকের কাজ করার সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। যদিও তার কোনো ঐতিহাসিক স্বীকৃতি নেই। ১৯৬৪ সালে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেয়ার কিছুদিন পরই একটি প্রদর্শনী করি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। ড. মাহবুবুল হক, যিনি পরবর্তী জীবনে বাংলাদেশের অনেক গুণগান করেছেন— সেই সময় একটি পুস্তক রচনা করেন। বইটির নাম 'প্ল্যানিং ফর ডেভেলপমেন্ট অব পাকিস্তান'। এতে তিনি খুব কায়দা করে দেখিয়ে দেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য মাত্র শতকরা ৩৩ ভাগ। আমরা সেটা হিসাব-নিকাশ করে রেখাচিত্র ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে দেখাতে সক্ষম হই— ওই বৈষম্য ছিল ১৫৩ শতাংশ। আমি আপনাদের সবিনয়ে বলতে চাই, পরবর্তীতে যখন দুই অর্থনীতির দাবি আরো সুস্পষ্ট হলো, তখন আমাদের ওই প্রচেষ্টা কাজে লেগেছিল।

এসব বিষয় আইয়ুব-মোনায়েমরা ভালোভাবে নেয়নি, নিতে পারেও না। বিপদ হলো, আমি বিয়ের আসরে বসে খবর পেলাম— সরকার থেকে একটি নোটিস এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এতে আমার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, 'তার বিরুদ্ধে বৈরী (নেতিবাচক) প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। ফলে তিনি আর শিক্ষকতা করতে পারবেন না।' যা-ই হোক, সেই সময় আবার আত্মীয়-পরিজন সবার চাপে পড়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিই। আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক এমএ হাশেমসহ আরো অনেকেই বললেন, 'যেহেতু এমএ পরীক্ষায় তুমি প্রথম শ্রেণী পাওনি, তাই শিক্ষকতায় সবসময়ই তোমার ঘাটতি থাকবে। তুমি অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়বে।' আমার বিরুদ্ধে যখন এমন নেতিবাচক প্রতিবেদন এল, তখন আমাদের ভরসা ছিলেন অধ্যাপক মির্জা নুরুল হুদা, যিনি এমএন হুদা নামে পরিচিত। তিনি তখন অর্থমন্ত্রী ও লিডার অব দ্য হাউজ। তার কাছে গিয়ে পড়লাম। সরকারের অনেক অনেক ঠেকা ছিল তার কাছে। তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলেন বিষয়টা। ছাড়পত্র মিলল। বিশ্বাস করবেন না, কী ছাড়পত্র দিল তারা। সেই নথিটা আমি পরবর্তীতে রেখে দিয়েছি। সৈয়দ আমীর খসরু, স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট-১, তার হাতে লেখা— 'মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে শিক্ষকতার জন্য অনুমতি দেয়া গেল না। তবে তিনি যদি সরকারি চাকরি সিএসপিতে যোগ দেন, তাহলে তাকে ছাড়পত্র দেয়া হলো।' এতে আমার শিক্ষক বা অর্থনীতিবিদ হওয়ার ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে হলো। অনেকেই মনে করেন, সরকারি চাকরির মোহে পড়ে বোধহয় শিক্ষকতার মতো পেশায় আসতে চাইনি। এজন্যই এ কথাগুলো বললাম।

আমি মনে করি, দেশে অর্থনীতি-বিষয়ক যতগুলো পত্রিকা রয়েছে, তার মধ্যে *বণিক বার্তা* অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করছে। তাই বণিক বার্তাকে ধন্যবাদ।